দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

38

আই সি টি ভি টি আর সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

ইসলামী বিশ্বের সংগে মৈত্রী আরো জোরদার করা হবে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, ইসলামী কারিগরি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র (আইসিটিভিটিআর) ইসলামী যৌথ কার্যক্রম, ঐক্য ও সংহতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামী দেশগুলোর মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আইসিটিভিটিআর-এর মত প্রতিষ্ঠানকে জায়গা করে দিতে পেরে ধন্য। কারণ ওআইসির এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামী উম্মার সেবা করতে পারছে।

গতকাল গাজীপুরে আইসিটিভিটিআর মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রের স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে 'কনভোকেশন র‍্যালী' বের করা হয়। প্রধানমন্ত্রী 'কনভোকেশন গাউন' পরে সদ্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত দেশী-বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

সমাবর্তন উৎসবে স্বাগত ভাষণ দেন আইসিটিভিটিআর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুল মতিন পাটোয়ারী। উৎসবে ওআইসি'র সেক্রেটারী

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্বের সংগে মৈত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

জেনারেল ডক্টর হামিদ আলগাবিদের বার্তা পড়ে শোনানো হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএসএম মোস্তাফিজুর রহমান এবং শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমাবর্তন উৎসবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আইসিটিভিটিআর-এর ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মের সমাবেশ ঘটেছে। এসব তরুণ ইসলামী পরিবেশে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত। তিনি বলেন, এসব তরুণ অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে একান্ত জরুরী আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা ও গুণে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান বিরোধ ও হতাশাগ্রস্ত দুনিয়ায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই উন্নত সমঝোতা গড়ে ওঠার দরুন ইসলামী বিশ্বে আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

বেগম খালেদা জিয়া আইসিটিভিটিআর-এর পটভূমি বর্ণনা করে বলেন, ওআইসি'র সকল সদস্য রাষ্ট্র ঢাকায় এই কেন্দ্র স্থাপনের সমর্থন যুগিয়েছেন। চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং ওআইসি'র সাবেক মহাসচিব মরহুম ডক্টর হাবিব চাত্তির উপস্থিতিতে ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে এর অপূর্ব অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ব্যাপারে সৌদি আরব, কুয়েত, বাংলাদেশ ও ইসলামী সংহতি তহবিল নিজেদের বাধ্যতামূলক দেয় সাহায্য ছাড়াও উদার হস্তে অর্থ প্রদান করেছে। তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, এখন এ কেন্দ্র একটি সুষ্ঠু পরিচালনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং এর পঞ্চম সমাবর্তনের আয়োজন করেছে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে ঐক্যের প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, ইসলামী ঐক্য সংস্থা গত ২৪ বছর ধরে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই কাজ করে চলেছে। এই ঐক্যের শক্তি হচ্ছে মহান ধর্ম ইসলাম, আমাদের অভিন্ন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য। তিনি বলেন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা টিকে থাকতেই এসেছে। তিনি এ সংস্থার আরও সাফল্য কামনা করে বলেন, ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে এ প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মৈত্রী বন্ধন আরো জোরদার করার চেষ্টা করবে।

ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত দেশী-বিদেশী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা হলেন, আল রাজী, ইবনে সিনা, আল-বেরুনী, ইবনে খালদুন, আলকান্দি, আল ফারাবী, আল কিমি, আল জেবর প্রমুখ মহান মুসলিম জ্ঞানতাপসের উত্তরসূরী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা এক গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী। অথচ আমরা ঘুমিয়ে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছি। ফলে আমরা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়েছি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অতীতে আমরা যা অর্জন করেছি, আবারও তা অর্জনে সক্ষম হব।

আইসিটিভিটিআর-এর নতুন নামকরণ ইসলামী প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট করার কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, এ নতুন নামকরণের ফলে খ্যাতনামা অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গবেষণা পরিচালনা ও বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা এবং স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

সমাবর্তন উৎসবে আইসিটিভিটিআর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুল মতিন পাটোয়ারী জানান, এই প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ, ব্রুনাই, কমোরু, চাদ, মিসর, জাম্বিয়া, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশীয়, মালদ্বীপ, মরক্কো, নাইজার, ওমান, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান, কাতার, সিরিয়া, সৌদি আরব, সোমালিয়া, সুদান, তুরস্ক, সিরিয়া, তিউনিশিয়া, ইয়ামেন, ইউনাইটেড আরব আমিরাত প্রভৃতি দেশের ছাত্ররা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।